

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

- ১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” নামে পরিচিত হইবে। প্রজাতন্ত্র
- ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে (ক) ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল; এবং (খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা
- ৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। রাষ্ট্রভাষা
- ৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা”র প্রথম দশ চরণ। জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক
(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ত্রয়াক্রম বৃত্ত।
(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবৈষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্ক শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটলাচুর তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া অরকা।
(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক সম্বন্ধিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- ৫। (১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা। রাজধানী
(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- ৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। নাগরিকত্ব
- ৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ সংবিধানের প্রধান

কোন এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্ব কার্যকর হবে।
(২) কৃনগনের অভিমতের পরম অভিব্যক্তিরূপে
এই সংবিধান প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য
কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসঙ্গত
হয়, তাহা হইলে সেই আইনের মতখানি অসঙ্গত
স্থান, মতখানি বাতিল হইবে।